সংবাদ

বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা– একটি পর্যালোচনা

* জিএম সোহরাওয়ার্দী * পার্থ সারথী ঘোষ * মো. ইব্রাহীম খলিল

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃদ্ধির পেছনে সরকারিভাবে গৃহীত কিছু কর্মসূচি (যেমন : উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি) ফলদায়ক হয়েছে এবং ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বাজেট ক্রমবর্ধমান, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশটি তার নাগরিকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর ২য় লক্ষ্য 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন' পূরণ করতে হবে ২০১৫ সালের ভেতর। এ জন্য সময় অবশিষ্ট আর ৯ বছর। অন্যান্য ৭টি লক্ষ্যের তুলনায় আগামী ৯ বছরের ভেতর এ লক্ষ্যটি অন্তত পূরণ করা যাবে বলে আপাত আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। শিক্ষার প্রসারে সংখ্যাগতভাবে (যেমন : সাক্ষরতার হার, স্কুলে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি) আমরা এই সময়ে সাফল্য অর্জন করেছি এবং একই হিসেবে হয়তো সহস্রাব্দ উন্নয়নের শিক্ষার লক্ষ্যটি অর্জনেও সমর্থ হবো। কিন্তু গুণগত মানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে সংখ্যাগত শিক্ষা প্রসারের অর্জনটি আর প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে না। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা না গেলে এ খাতে সরকারের বিনিয়োগ অপবিনিয়োগ হিসেবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ফলে শিক্ষাখাতের এই বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন থেকে দেশ বঞ্চিত হবে। শিক্ষার গুণমানের অবনমনের বিষয়টি অনুসন্ধান করলে যে বিষয়গুলো উদ্ঘাটিত হয় সেগুলো হলো পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, অবৈজ্ঞানিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়ের দুর্বল অবকাঠামো এবং অপর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। সচরাচর যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিসীমায় আসে না তা হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক

করা।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরকারি স্কুলের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলছে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (যেমন : রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়, এনজি ও স্কুল, বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা ইত্যাদি)। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ৬ বছর বয়সে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অন্য স্কুলগুলোতে বিষযটি পুরোপুরি অনুপস্থিত। এক সময়ে বিষয়টির প্রচলন থাকলেও বিভিন্ন কারণে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়নি। আর বেসরকারি পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ব্যয়বহুল হওয়ায় সবার জন্য তা গমনোপযোগী হয়ে উঠে না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুদের শিক্ষা বা বিদ্যালয় সম্পর্কে কোন বাস্তব ধারণা গড়ে ওঠে না। পরে শিক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সম্পর্কে শিশুদের মনে অমূলক ধারণা গড়ে ওঠায় তাদের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন বারবার বাধাগ্রস্ত হয় (প্রতি বছর বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার এ বিষযটির যথার্থতার একটি কারণ)।

বর্ণ পরিচয় এবং অন্যান্য শিশুতোষ বিষয়গুলো

বছর বয়সে) না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে শিক্ষকদেরও বেশ বেগ পেতে হয়। এর পাশাপাশি কুশলী শিক্ষকের অভাব বিষয়টিকে আরও সমস্যাকীর্ণ করে তুলেছে। শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে দুই দিক থেকে। প্রথমত : গুণমানের শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয় না, এবং দ্বিতীয় : প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার ৩৩%, সূত্র এডুকেশন ওয়াচ) দাতাদের সহযোগিতার এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন : ব্রাক, গ্রামীণ শিক্ষা, আহছানিয়া মিশন ইত্যাদি) বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদের জন্য এক থেকে দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এই সার্ভিসের আওতায় সুবিধাভোগী শিশুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এই সুবিধাভোগীর সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কার্যক্রমটির কারিকুলাম বা উপকরণ কি হবে তা আলোচনাসাপেক্ষ। বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হবে, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের বাস্তব ধারণা জন্মাবে এবং তাদের জড়তা কেটে যাবে।

বিষয়টি গভীরতর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। এক সময় আমাদের দেশের সব প্রাথমিক (সরকারি ও বেসরকারি) বিদ্যালয়ে ছোট ওয়ান (নার্সারি) বা শিশুশ্রেণী ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনুপস্থিত কেন? অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষানীতির কথা বাদ দিলে অবধারিতভাবে যে বিষয়গুলো চলে আসে তা হলো শিক্ষক স্বল্পতা এবং বিদ্যালয়গুলোতে স্থান সংকুলানের অভাব। এ অভাবগুলো দূর করে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা জুড়ে দেয়ার জন্য দরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বর্ধিত সরকারি বরাদ্দ। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাই সরকারের উচিত এ বিষয়ে বাজেটের পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা। কারণ, এখানে সামান্য বৃদ্ধির মোট অভিঘাত হবে কয়েকগুণ যদি তা সঠিকভাবে করা যায়।

পদ্ধতিগত বিষয়টিও বেশ গুরুত্বের দাবিদার। সরকার এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে পরিচালনা করবে। এটা কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নাকি স্বতন্ত্রভাবে হবে? দু'ভাবেই হতে পারে। তবে সরকারের জন্য সুবিধাজনক হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকলে। কারণ এক্ষেত্রে শুধু শিক্ষক নিয়োগ ও বর্ধিত কিছু অবকাঠামোর ব্যবস্থা করলেই হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোতে এক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহ দিতে হবে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে এই শিক্ষা কার্যক্রম আছে তাদের মান ও খরচ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে অসহনীয় মাত্রায় বেতন ও নানা ধরনের ফি আদায় করা হয়। কিন্তু তাদের শিক্ষার মান ও কারিকুলামের স্ট্যান্ডার্ড তলানিতে। এ বিষয়ে সরকারের নীতি ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা দরকার। সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইউনিয়ন পরিষদকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানটি (ইউনিয়ন পরিষদ) কিভাবে এবং কতটা কার্যকরভাবে এই কাজে সংশিষ্ট